(১)

প্রকৃতি আজ অদ্ভুত এক প্রোগ্রাম লিখেছে। একটা ইনফিনিট লুপ, মাঝখানে ঝামেলা ফাংশন। একটার পর একটা সমস্যা তৈরী হচ্ছে।

সকাল দশটায় মিটিং ছিল। এলার্ম দিয়েছিলাম সাড়ে সাতটায়। এখন বাজে এগারোটা। এলার্ম বন্ধ করে যে আবার ঘুমিয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ম্যানেজার একবার ফোন করেছিল। ফোন সাইলেন্ট করা। মনে মনে নিজেকে গালাগালি করলাম। এরকম মাঝে মাঝেই করি, কাজ হয় না। কোনদিন যে কাজ হবে সে আশাও করিনা। তারপরও করি।

যা-হোক, আজ আর অফিসে গিয়ে লাভ নেই। তপেসকে (আমার ম্যানেজার) কে জানিয়ে দিলাম, শরীর ভালো নেই। আসতে পারব না।

তপেসের বাড়ি ভারতে। প্রতিবেশী দেশ হওয়ার কারনে কিছুটা বাড়তি খাতির আছে। আর আমার এই অভ্যাসের সাথে সে আগে থেকেই পরিচিত। তাই বিশেষ বিশেষ দিনে আমার অনুপস্থিতি তার কাছে ডাল-ভাত।

সবসময় সে একটা অলটারনেটিভ প্লান করে রাখে। যেমন, গতকালই আমার কাছ থেকে আজকের মিটিং এর যাবতীয় তথ্য নিয়ে রেখেছে।

আমি জানি, এই অভ্যাসের কারনে আমার চাকুরী থাকার কথা না। টিকে আছে শুধুমাত্র এই ম্যানেজার এর কারনে।

এই ভদ্রলোক আমাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। তার অবশ্য কারনও আছে। আমি একবার তাকে চৌদ্দ শিকের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছিলাম।

এক শনিবার বিকালে তপেসের ফোন

- সুমন, আজ সন্ধায় ফ্রি আছিস?
- একটু কাজ আছে দাদা, কোনো দরকার?
- বাসার পাশে নতুন বার খুলেছে। আমি খাওয়াবো, চলে আয়।

সব কিছুর লোভ সামলানো গেলেও, মদের লোভ সামলানো মুস্কিল। আমি বললাম,

- কখন আসব?
- ৯ টায় আয়?
- ঠিক আছে।

নতুন মদের দোকান। কাস্টমারদের আকৃষ্ট করতে বড় অঙ্কের ছাড় চলছে। আমাকে পরদিন সকালে বার্লিন যেতে হবে। তাই নিজেকে অনেক কষ্টে সামাল দিলাম। তপেস ইচ্ছামত খেলো।

সে যে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছে, তার আচরনে সেটা স্পষ্ট। থামানোর জন্য বললাম,

- দাদা, অনেক তো খেলেন। চলেন এখন উঠি।
- [মাতলামির ভঙ্গিতে] কি বলছিস? মাত্র তো শুরু করলাম। আর তুই উঠতে বলছিস!
- দাদা, অনেক খেয়েছেন, এবার বাড়ি চলেন? বউদি রাগ করবেন।
- তোর বউদি গিয়েছে বান্ধবির বাড়ি।
- তারপরও...

- আমি খাই আমার টাকায়, তোর কি সমস্যা হে?

এপর্যন্ত একদম ঠিক-ঠাক ছিল। তারপর দেখা দিলো বিপত্তি। আমাদের সামনের টেবিলে এক তুর্কিশ দম্পতি বসে মদ্যপান করছিল। তপেস ঐ ভদ্রমহিলাকে নিজের স্ত্রী ভেবে খারাপ ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিলো,

- বজ্জাৎ মহিলা, তুই বললি বান্ধবির বাড়ি যাবি, এই তোর বান্ধবির বাড়ি?

ঘটনার আকস্মিকতায় তারা বোবা হয়ে আছে। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আশে-পাশের সবাই আমাদের দেখছে।

আমি তপেসকে থামানোর জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াচ্ছি, এমন সময় আমাদের সবাই কে হতবাক করে দিয়ে তুর্কিশ ভদ্রমহিলার গালে ঠাস ঠাস করে দুইটা চড় বসিয়ে দিলো।

- হারামজাদি, আমার সাথে দুই নম্বরি?

আমি সাথে সাথেই গিয়ে জাপটে ধরলাম। বারের ম্যানেজার এর মধ্যে পুলিশকে কল করে দিয়েছে। পুলিশ চলে এলো। তপেসকে ধরে নিয়ে গেলো।

আমিও থানায় গেলাম। ভাগ্যক্রমে থানায় একজন ইন্ডিয়ান পাওয়া গেলো। তাকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তপেসকে থানা থেকে ছাড়ালাম। তারপর থেকে সে কারা রক্ষীর মতো আমার চাকুরী পাহারা দিয়ে যাচ্ছে।

(২)

বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হতে হতে ১২ টা বেজে গেলো। তাই, নাস্তা না করে একবারে দুপুরের খাবার খাব ভাবলাম।

ফ্রিজে পিজ্জা ছিল, ওভেনে দিয়ে বিছানায় শুয়েছি। সাথে সাথে আবার ঘুম। প্রায় ঘন্টা-খানেক পর দেখি কেউ একজন দরজায় নক করছে।

দরজা খুলেই দেখি পাশের রুমের হ্যাংলা পাতলা মেয়েটা। সাথে সাথেই পিজ্জার কথা মনে পড়ে গেলো। কথা না বলেই রান্না ঘরে দৌড় দিলাম। গিয়ে দেখি, যা হওয়ার তাই হয়েছে। ধোয়ায় অন্ধকার।

পিজ্জার অবস্থা দেখে ছোটবেলায় ছোলা পুড়িয়ে খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। কিন্তু এত কিছু থাকতে ছোলা পুড়িয়ে খাওয়ার কথা মনে পড়ল কেন?

পিজ্জার প্যাকেট হাতে নিয়ে দেখি, ছোলার ছবি। বুঝলাম, ভিতরে শিদ্ধ ছোলা ছিল। আমি অবাক হলাম, ছোলা পোড়ার গন্ধে আমার মস্তিষ্ক ১৫ বছর আগের স্মৃতিতে ফেরত গিয়েছে। অবশ্য এমনটা মাঝে মাঝেই হয়।

আমার মস্তিষ্কে তথ্যগুলো পাইথন এর ডিকশনারী আকারে সাজানো থাকে। একটার ভ্যালু আরেকটার ইন্ডেক্স।

আমার স্মোকড চিকপিস পিজ্জা আপাতত খাওয়া হলোনা। বাসায় আর কোন খাবারও নেই। সুপারশপে যে যাব, সে ইচ্ছাও করছে না।

জার্মানীতে আসার পর থেকে দেশী খাবারের স্বাদ প্রায় ভুলতে বসেছি। আম্মুর সাথে মাঝে মাঝেই রাগ করি, আমাকে

ছোটবেলায় কেন রান্না শেখায়নি। মেয়েদের শেখাতে পারলে আমাকে কেন নয়। এটাও এক ধরনের লিঙ্গ-বৈশম্য।

এখানে এসে আমি যে রান্নার চেষ্টা করিনি তা নয়। অনেকবার চেষ্টা করেছি, প্রতিবারই একটা না একটা গুরুত্বপূর্ন উপাদান দিতে ভুলে যায়।

একবার ইউটিউবে ভেড়ার মাংস রান্নার রেসিপি দেখে কনফিডেন্স পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, বন্ধুদের দাওয়াত করে খাওয়াবো। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিব।

যেই ভাবা সেই কাজ। তিন কেজি মাংস কিনলাম। বন্ধুরা বার বার বারন করছিল, আমিও ছাড়ার পাত্র নই।

ভিডিওতে যেভাবে দেখিয়েছে, সবকিছু সেভাবেই করেছি। কোথাও কিছু বাদ দিইনি। অতিরিক্ত উত্তেজনায় শুধুমাত্র চেকে দেখা হয়নি।

দেখতে অসাধারন হয়েছে। ঘন ঝোলের উপর হালকা তেল ভেসে আছে। আর মাঝে মাংসের টুকরোগুলো উঁকি দিচ্ছে। দেখেই জিভে জল চলে আসার মত।

সবাইকে খেতে দিলাম। মাংস মুখে নিয়েই একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি আরম্ভ করল। কেউ কিছু বলেনা। আমি নিজে মুখে দিয়েই বুঝলাম, সব ঠিক শুধু লবন দেয়া হয়নাই।

বাকি মাংসতে লবন দেয়া হলো ঠিকই, কিন্তু স্বাদ এলনা। খেতে লাগল অত্যন্ত জঘন্য। সবাই দুই-এক পিস করে মাংস নিয়ে খাওয়া শেষ করল।

বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর রেসিপির ভিডিওটা আরেকবার দেখলাম। অবাক কান্ড। রেসিপিতে কোথাও লবনের কথা বলা নাই। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর ভিডিও দেখে রান্না নয়।

তার পর আর দেশি খাবার রান্না করার সাহস পাইনি। আমি অবশ্য দুইটা খাবার ভালো রান্না করতে পারি। পাস্তা আর নুডলস। আর এ দুইটা খাবারই আমার বন্ধু মহলে বেশ সমাদৃত।

আজ পিজ্জা পুড়িয়ে ফেলে দুপুরে ভারি কিছু খাওয়া হলো না। বিস্কুট ছিল। এক কাপ চায়ের সাথে বিস্কুট। এভাবেই দুপুর পার করলাম।

(৩)

খাওয়া শেষে বিছানাই আসতেই দুচোখ আবার ঘুমে এটে এলো। কিছুক্ষন পর, বাংলাদেশ থেকে আম্মুর ফোনে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ছোট খালা এক্সিডেন্ট করেছেন। খালার এক্সিডেন্টের খবর শুনে নানু স্ট্রোক করেছেন। দুইজনই হসপিটালে।

নানুর অবস্থা ভাল। মাইনর স্ট্রোক। কিন্তু, খালার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

তমাকে ফোন দিচ্ছি, ফোন ধরছে না। সকাল থেকে দিনটা ভাল যাচ্ছে না। তাই শুধু উল্টা পাল্টা চিন্তা হচ্ছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর আম্মু ফোন করে জানালো খালার জ্ঞান ফিরেছে। কথা বলতে পারছেন। মাথায় আঘাত লেগেছিল। কিন্তু, সিটি-স্ক্যান এর রিপোর্ট ভালো।

এই খবর শুনে নিজেকে একটু হালকা হালকা অনুভব করতে লাগলাম। বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে দিয়েছি। কেবলি ঘুম ঘুম ভাব এসেছে, এমন সময় তমার ফোন,

- ফোন দিয়েছিলে?
- হ্যা, ছোট খালা এক্সিডেন্ট করেছেন।
- হায় আল্লাহ। কি বলো! কেমন করে?
- অটো রিক্সায় করে যাচ্ছিলেন, পিছন থেকে ট্রাকে ধাক্কা দিয়েছে।
- এখন কি অবস্থা?
- এখন ভাল। জ্ঞান ফিরেছে। নানু স্ট্রোক করেছিলেন, উনার অবস্থাও এখন ভাল।
- আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ উনাদের সুস্থ করে দিন।

ফোন রাখতে যাব, এমন সময় তমা আবার বলল,

- জোনাকী দেখবা?
- তুমি তো বুঝতেই পারছ, আমার মনের অবস্থা ভাল না। অন্যদিন যাব।
- আমি নিশ্চিত তোমার ভালো লাগবে।
- কিন্তু, মিউনিখে জোনাকী কোথায় পেলে?
- কাল আমার এক বান্ধবীর সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবেনা, এত্ত জোনাকী আমি বাংলাদেশেও কখনো দেখিনি।
- ঠিক আছে, কখন যাবা?
- সন্ধ্যা নামে ৭ টায়। আমরা ৮ টায় এ এডেকার (সুপার শপ) সামনে দেখা করব।
- ঠিক আছে। বাই।
- বাই।

ভালোই হলো, এক সপ্তাহ হয়ে গেলো দেখা হয় না। মেয়েটার সাথে দেখা হলেই সারাদিনের বিষন্নতা কেটে যাবে।

গত সপ্তাহে আমরা হাইকিং এ গিয়েছিলাম। হাইকিং তমার অনেক দিনের সখ। যেহেতু অভ্যাস নেই, তাই একটা সহজ হাইকিং রুট খুজে বের করলাম।

ফেসবুকের গ্রুপ এর কল্যানে কি কি নিতে হবে তার একটা লিস্ট করে ফেললাম। আগের দিনেই কেনাকাটা সেরে রেখেছিলাম।

সকাল সকাল রওনা দিলাম। শুরুটা ছিল অসাধারণ। লেকের ধার ঘেঁসে হাটছি আর ছবি তুলছি। কিছুদুর যাওয়ার পর দেখা দিলো বিপত্তি। তার সখ হলো লুকোচুরি খেলবে। অনেক বাঁধা দিলাম। কিন্তু তাকে বুঝায়, সে সাধ্য কার! বাচ্চা মেয়ের মতো জেদ ধরলো।

অগত্যা রাজি হলাম। "ঠিক আছে, লুকাও" এই বলে চোখ বন্ধ করে ১ ২ ৩ - গুনা শুরা করলাম। বুঝতে পারলাম তমা দৌড়াচ্ছে। কিন্তু কোন দিকে দৌড়াচ্ছে সেটা অস্পষ্ট।

৫০ পর্যন্ত গুনা শেষে খুঁজতে বের হলাম। প্রায় ১০ মিনিট খোঁজার পরও যখন পেলাম না, ফোন দিলাম। ফোন বন্ধ। তার ফোনের এই এক সমস্যা। চার্জ থাকেনা। অনেকবার বলেছি নতুন একটা নাও। কিন্তু তার যুক্তি হচ্ছে, এটাতেই তো চলে যাচ্ছে। নতুন ফোনের কি দরকার?

রাগ হচ্ছে, সাথে প্রচন্ড দুশ্চিন্তা! বাঁশি বাজানো শুরু করলাম। মনে হচ্ছে আমি উল্টা দিকে চলে এসেছি। আবার পিছনদিকে হাঁটা দিলাম। একাধারে বাঁশি বাজিয়েই যাচ্ছি।

ক্লান্ত হয়ে যখন একটা গাছের গুড়িতে বসেছি, তখন দেখি চোখ মুছতে মুছতে আমার দিকেই আসছে। ওর কান্না দেখে আমার চোখেও পানি চলে এলো।

আমাকে দেখে এক দৌড়ে কাছে চলে এল। জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কান্না শুরু করে দিল। এরপর বাকিটা সময় আমরা ম্যাপের লাইভ লোকেশন শেয়ার করে হাইকিং করলাম।

তমাকে আমি অনেক বেশি ভালবাসি। আমার মনে হয় নিজের থেকেও বেশি। তার মত এত ভাল মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখিনি।

গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও সে অসম্ভব রুপবতী। প্রকৃতি এ রঙটাই তার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছে। এক ছটাক কমও না, আবার এক ছটাক বেশিও না। বামপাশে ঠোঁটের উপর একটা তিল তার সৌন্দর্য্যের মাত্রা কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাথায় ঘনকালো চুল, সবসময় বেনী করে রাখে। জার্মানীতে এসেও তার সাজ-সজ্জা একদম বাঙ্গালীর মতো। কোন উপলক্ষ পেলেই শাড়ি পরে।

তার কথা হচ্ছে, সবাই সবার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। আমাদেরও করা উচিৎ। সবার সামনে তুলে ধরা উচিৎ। মাঝে মাঝে আমাকেও বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবী পরতে হয়।

তমা অল্পতেই অনেক বেশি খুশি হয়। তাই আমি ধরেই নিয়েছি, খুব বেশি জোনাকীর দেখা পাব না। তবে, তমার সাথে দেখা হবে এটাই অনেক বেশি।

আমার ৮ টায় এডেকার সামনে যাওয়ার কথা। যেহেতু বাসায় খাবার নেই, আমি একটু আগে ভাগেই রওনা দিলাম। বাজার করব এই ভেবে। ৭ঃ১৫ তেই এডেকার সামনে গিয়ে দেখি তমা দাঁড়িয়ে আছে।

সে শাড়ি পরে এসেছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আমি কখনো তাকে টিপ পরতে দেখিনি। কিন্তু আজ টিপ পরেছে। টিপ পরে তাকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে।

আমাদের দেখা হলে সাধারণ সে দৌড়িয়ে আমার কাছে চলে আসে। মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে। আজ এসবের কিছুই করল না। চুপ করিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করলাম,

- হ্যালো ম্যাডাম। এত আগেই চলে এসেছ যে?
- তুমি আসবে, তাই চলে এলাম। [হাসি]
- তুমি কিভাবে জানলে আমি এখন আসব।
- আমি জানি। [আবার হাসি]

আমিও হেসে বললাম,

- ভালই করেছো। আমারও বাসায় বাজার নেই, চলো কিছু কেনাকাটা করি।
- এখন বাজার করে সময় নষ্ট করা যাবে না। চলোতো!
- তুমি না বললে, ৮ টায় যাবে?
- আজ অমাবস্যা। আগে ভাগেই জোনাকীর দেখা পাবো।
- আমি কিন্তু দশ মিনিটেই বাজার সেরে ফেলতে পারতাম।

- আমার কথার কোনই গুরুত্ব নেই।

বলেই কান্না শুরু করে দিল। তমা অনেক ছেলেমানুষি করে, কিন্তু তার এ আচরণ আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। হাত ধরে বললাম,

- ঠিক আছে বাবা, চলো।

একি! তমার হাত একদম ঠান্ডা! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

- তোমার হাত এত ঠান্ডা কেন?
- এমনি!

কপালে হাত দিতে গেলাম, ঝাড়া দিয়ে হাত সরিয়ে দিল। বললাম,

- তোমার কি শরীর খারাপ?
- না, এমনিতেই ভালো লাগছে না।
- তাহলে এমন করছো কেন?
- কেমন করছি?

কথা না বাড়িয়ে বললাম,

- ঠিক আছে, চলো।

(৫)

এডেকা থেকে পারলাখার ফরেস্টের দুরত্ব এক কিলোমিটারের কাছাকাছি। হেঁটে যেতে ১৫ মিনিটের মত লাগে। আমরা গল্প করতে করতে হাঁটা দিলাম।

গল্প ঠিক বলা যাবে না। আমি কথা বলে যাচ্ছিলাম, আর তমা হ্যা-হু করে যাচ্ছিলো। আমি বললাম,

- আমি শুধু একাই কথা বলে যাচ্ছি, তুমি কিছুই বলছ না!
- বলছি তো!
- বাড়িতে ফোন করেছিলে?
- হুম!
- সবাই ভালো আছে?
- হুম!

তমা আমার সাথে কথা না বললেও দ্রুত গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। বারবার আমার সামনে চলে যাচ্ছে। বললাম,

- এত জোরে হাটছ কেন?

কিছু না বলে হাটার গতি কমিয়ে দিল। তার বেশিরভাগ আচরণই আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কিন্তু কিছু বলতে পারছি না, পরে রেগে গেলে রাগ ভাঙানো অসম্ভব। স্বল্প রাগীদের এই এক সমস্যা। রাগ করে না। কিন্তু একবার রাগ করলে রাগ ভাঙানো অসম্ভব।

এই জঙ্গলে আগেও অনেকবার এসেছি। দিনের বেলা। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তার বামপাশে একটা লেক এবং অনেকগুলো কবরস্থান, আর ডানপাশ শুধু গাছ-গাছালিতে ভরা।

দুই দিকেই অসংখ্য পিচ ঢালা হাঁটার রাস্তা আছে। এডেকা থেকে ডান দিকের জঙ্গলটা কাছেই, তাই ভেবেছিলাম আমরা ডানদিকে যাচ্ছি।

আমাকে ভুল প্রমাণ করে তমা বামে মোড় নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

- এদিকে যাচ্ছ কেন?
- কেন ভয় পাচ্ছ?
- না, কিন্তু তুমি না কবরে ভয় পাও?
- তুমি আছ না?

বলেই অদ্ভুত ভাবে হাসলো। ঘামতে শুরু করেছি। মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছি। ভয় পাওয়া যাবে না। ভয় পেলে স্বাভাবিক জিনিসও তখন অস্বাভাবিক মনে হবে। আমারো হয়তো তাই হচ্ছে। এমনটা আগেও হয়েছে।

একবার অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। বৃত্তি পরীক্ষা দিবো বলে অনেক রাত জেগে পড়তাম।

রাত প্রায় একটা বাজে। গ্রামে রাত একটা মানে, পিন ড্রপ নিরবতা। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক এবং ঝি ঝি পোকার ঝি ঝি। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বাড়ির টয়লেট ছিল শোবার ঘর থেকে একটু দূরে। আব্বু কে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। সারাদিন পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ডাকতে খারাপ লাগল।

একাই বের হলাম। ২ নম্বরে ধরায় একটু সময় বেশি লাগল। প্রায় ২০ মিনিট পর যখন টয়লেট থেকে বের হলাম, ঘরের দিকে

তাকিয়েই আমার হাড়ে শীতল হাওয়া বয়ে গেলো। দুয়া-দরুদ পড়া শুরু করলাম।

উঠোনের মাঝখানে অদ্ভূত এক জন্তু শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি দাঁড়িয়েই আছি। ভয়ে শরীরের মাংসপেশী পর্যন্ত জমে গিয়েছে। পা তুলে সামনে যেতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু একটা আমার পা মাটির সাথে শক্ত করে ধরে আছে। কোনভাবেই পা তুলতে পারছি না।

কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই দেখি ঐ জন্তুটা উঠে আমার দিকে আসছে। আমি আর পারলাম না। বাবাগো মাগো বলে দিলাম চিৎকার।

সাথে সাথেই আম্মু, আব্বু, ভাইয়া সবাই উঠে পড়ল। আর অমনি জন্তুটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকা শুরু করল। এই জন্তুটা আর কেউ নয়, আমার পোষা কুকুর, মিনু। আমি বাইরে একা আসছি দেখে সে উঠোনের মাঝে এসে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল।

আমার দেরি হওয়াতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই ফাঁকে বাতাসে একটা পলিথিন এসে মিনুর সামনের অংশটা ঢেকে দিয়েছে।

(৬)

যাইহোক, কবরে আমি কখনোই ভয় পাই না। কিন্তু আজ কেমন জানি গা ছম ছম করতে লাগল। লজ্জায় বলতে পারছিনা, আবার ভয়টাও সারাতে পারছি না।

ভয় এমন একটা জিনিস, যা একবার ভিতরে ঢুকলে বাড়তেই থাকে। দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা। আগুন নিভাতে যেমন পানির দরকার, ভয় নিভাতে ব্যাখ্যা। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম।

মনের ভিতর খচখচানি বাড়তে লাগল। ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আজ সারাদিন আমার সাথে অনেক আজে বাজে ঘটনা ঘটেছে। একারনে আমার মস্তিস্ক ধরেই নিয়েছে, আমার দিনটা শুভ নয়। যদিও আমি অশুভ দিনে বিশ্বাস করিনা।

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের মস্তিষ্কে দুইটা ভাগ আছে। একটা ভাগ যার কথা সবসময় আমি শুনি, সে অশুভ দিনে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আরেকটা ভাগ বিশ্বাস করে। তার কাজই হচ্ছে, উল্টা-পালটা চিন্তা করা। দুষ্টু প্রকৃতির।

এখন মনে হচ্ছে, দুষ্টু মস্তিষ্কের সাথে ভাল মস্তিষ্ক পেরে উঠছে না। ভয় ভুলে থাকার চেষ্টা করা যেতে পারে। মানুষ কিছুতে ব্যস্ত থাকলে ভয় ভুলে থাকতে পারে। আমিও তাই চেষ্টা করতে লাগলাম। মজা করার জন্য তমাকে বললাম,

- আজ তোমাকে দেখে আমার খুব ভয় লাগছে।

তমা কিছু বলল না। শুধু আমার দিকে ফিরে হাসল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তমার মুখে একটাও দাত নেই। ভয় পাচ্ছি বলে কি এত আবোল তাবল দেখব?

না, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। তমাকে বললাম, আমার মাথা ধরেছে, চল বাসায় যাই। তমা আবার হাসল। বলল,

- চল, লেকের পাড়ে বসে তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি।

এবার দাঁত দেখেছি। সব ঠিক আছে। সারাদিন এর ধকলের কারনেই এরকম উল্টা-পাল্টা ভাবছি।

লেকের পাড়ে এসে যা দেখলাম, তাতে আমার চোখ ছানাবড়া। চাঁদের রুপালী আলোয় লেকের পানি চিকচিক করছে। সাদা হাঁসগুলো মনের আনন্দে গোসল করছে। আর তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য জোনাকী।

আমি আমার জীবনে এতো জোনাকী দেখিনি। তমা জোনাকী দেখেই লাফালাফি শুরু করে দিল। জোনাকী ধরছে আর ছেড়ে দিচ্ছে।

আমি একবার অন্যদিকে ফিরতেই মনে হলো, তমা তার হাতের জোনাকীগুলো মুখে পুরে দিল। আমি সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলাম

- তুমি কি খেলে?
- কই, কিছু না তো!
- আমার মনে হলো তুমি কিছু একটা মুখে দিলে!
- তুমি শুধু আবোল-তাবোল বকছো।
- হতে পারে।

আমার স্পষ্ট মনে হলো সে কিছু মুখে দিল। যাইহোক, এই জঙ্গলে এসে তর্ক করার ইচ্ছা বা মানুষিক অবস্থা কোনটাই নেই।

আমার ইচ্ছা না থাকলেও মনে হচ্ছে তমা খুব রেগে গিয়েছে। সে কখনো এভাবে রাগে না। বুঝতে পারছি না কি করব।

হঠাৎ করে জোনাকীরা চলে যেতে শুরু করলো। হাঁসেরা জলকেলী বন্ধ করে দিলো। চাঁদের আলো কমতে শুরু করেছে। আকাশে তাকিয়ে দেখি, এক টুকরো মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে।

মোবাইলে টুং করে শব্দ হলো। মনে হচ্ছে মেসেজ এসেছে। পকেট থেকে মোবাইল বের করেছি। এমন সময়, দেখি তমা লেকের পানিতে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে।

আমি লেক থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে। এই অল্প সময়ে মেয়েটা এত দূর কিভাবে গেলো? আর পানিতেই বা নামল কেন? তার উপর আবার সাঁতার জানে না।

এসব কিছু চিন্তা করার সময় নেই। তমাকে বাঁচাতে হবে। আমি সাথে সাথেই লেকের দিকে দৌড় দিলাম। পানিতে ঝাঁপ দিব এমন সময় পাথরে হোচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

ফোন হাতেই ছিল। পড়ে গেলো, স্ক্রীনের আলো জলে উঠল। সাথে সাথেই আবার নিভে গেলো। ফোনের দিকে লক্ষ না করে আমার পানিতে ঝাঁপ দেয়ার কথা। কিন্তু এক সেকেন্ডে যা দেখলাম, তাতে আমি মাটি থেকে উঠার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে মনে বললাম ভুল দেখলাম না তো? না, তা কি করে হয়? সাথে সাথেই চোখ বুঝলাম। হ্যা, এখনো স্পষ্ট দেখতে পারছি। ওটা তমার মেসেজ ছিল,

- তুমি কোথায়? ৮ঃ১০ বাজে, আমি প্রায় ৫ মিনিট ধরে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সারাদিন যেভাবে ভুল করছি, মস্তিষ্কের কল্পনা হতেই পারে। হাতে সময় নেই। দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একদিকে তমা ডুবে যাচ্ছে, আরেকদিকে মস্তিষ্কের কল্পনা। সাথেই সাথেই ফোন হাতে নিলাম। আবার অন করার চেষ্টা করলাম। তমা গোঙানো শুরু করেছে। সাথে প্রচন্ড জোরে জোরে পানি ঝাপ্টাচ্ছে।

আল্লাহকে ডাকা শুরু করলাম। মনে মনে বললাম, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো দয়াময়।

ফোনের পাওয়ার বাটন চেপে ধরে আছি। অন হচ্ছে না। প্রতিটা সেকেন্ড মনে হচ্ছে এক একটা ঘন্টা। না আর অপেক্ষা করা যাবে না। এখুনি ঝাঁপ দিতে হবে। তুলে আনতে হবে আমার প্রিয়তমাকে।

ফোন মাটিতে ছুড়ে মেরে পানিতে ঝাপ দিব, এমন সময় আবার ফোনের আলো জ্বলে উঠল। অন হচ্ছে। ঐদিকে তমার গোঙানি বাড়ছে।

একটা ফোন অন হতে যে এত সময় লাগে, আগে কখনো টের পাইনি।

পানি ঝাপটানো বন্ধ হয়ে গেলো। সাথে গোঙ্গানীও। তাহলে কি ভুল করে ফেললাম? চোখের সামনে এভাবে আমার প্রিয় মানুষটা মরে গেলো, অথচ আমার পাগলামীর কারনে তাকে বাচালাম না।

আমি হাওমাও করে কেদে ফেললাম। এখনো যদি সময় থাকে এই আশায় আবার ঝাপ দিতে যাব, তখন দেখি কেউ একজন আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছে। কি বলছে বুঝতে পারছি না। ঘাড় ঘুরে পিছনে ফিরতেই জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। তমা আমার হাত ধরে বসে আছে।

জ্ঞান ফেরার পরও অনেক সময় লাগল স্বাভাবিক হতে। তমার সাথে তার দুইটা বন্ধুও আছে। ওরা খাবার নিয়ে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

- হাসপাতালে এলাম কিভাবে?
- এখন বিশ্রাম নাও। সুস্থ হলে সব বলব।

জোর করলাম না। মাথাটা ভারি ভারি লাগছে। হাত দিয়ে দেখি ব্যান্ডেজ। আবার জিজ্ঞেস করলাম,

- ব্যান্ডেজ কেন?
- তোমার মাথায় চারটা সেলাই দেয়া হয়েছে। পাথরে লেগে তোমার মাথা কেটে গিয়েছে।
- আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এল কে?
- তোমার ৮টায় এডেকার সামনে থাকার কথা ছিল। আমি ৮ঃ০৫ এ এসে দেখি তুমি নেই। তোমাকে মেসেজ দিলাম, তুমি উত্তর দিলেনা।
- তারপর?
- কিছুক্ষন পর আমি ফোন করে দেখি তোমার ফোন বন্ধ। খুব ভয় হতে লাগল। সাথে সাথে তোমার রুমে চলে গেলাম। দেখি তালা দেয়া। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আমি চুপ করে আছি। তমা বলছে,

- আমার মাথায় কাজ করছিল না। তোমার বন্ধুদের ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না। তখন হঠাৎ মনে হলো, তুমি গত সপ্তাহে ম্যাপের লাইভ লোকেশন শেয়ার করেছিলে।
- হু... (ঘুম পাচ্ছে)
- দেখি, তোমার লাস্ট লোকেশন লেক। সাথে সাথেই আমি তাহি এবং রিফাত কে সাথে নিয়ে সেখানে চলে যায়।
- আজ কি অমাবস্যা?

তমা কি বলল বুঝতে পারিনি। মনে হয় ডাক্তার কড়া ঘুমের ঐষধ দিয়েছে। ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি।

পরে জানতে পারি, তমা গিয়ে দেখে আমি লেকে ঝাপ দিতে যাচ্ছি। সাথে সাথে আমাকে ধরে ফেলে। তমাকে দেখেই আমি জ্ঞান হারায়।

আমার মাথা দিয়ে তখনো গল গল করে রক্ত বের হচ্ছিলো। আর পাশে ছিল একটা রক্তমাখা পাথর।

-------- সমাপ্তি -------